দৈনিক বাংলা

6

01 FEB 199[illegible]
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... ... ৫ ... কলাম ৭ ...

৬০

পরীক্ষা যেন আর পিছানো না হয়

একথা আজ আর কারও অজানা নয় যে রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন গ্রুপগুলোর সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট একশ্রেণীর ছাত্র নামধারী সশস্ত্র সমাজ বিরোধী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে সন্ত্রাস ও হিংসাত্মক তৎপরতায় ভরিয়ে তুলেছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের তারা ভয়ভীতি প্রদর্শন ও নানা তৎপরতায় শঙ্কিত করে রেখেছে। এই অবস্থার শিকার হয়েছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং পরোক্ষভাবে তাদের অভিভাবকবর্গ। এমনিতেই দীর্ঘ সেশন জটের জন্যে বহু ছাত্রছাত্রী এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে এবং তাদের শিক্ষার অবাঞ্ছিত দীর্ঘ সময়ের ব্যয়ভার বহনে অভিভাবকরা অক্ষম হয়ে পড়েছেন। অনেক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতা, সন্ত্রাস ও সেশন জটের জন্যে শিক্ষা সমাপ্ত না করেই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগে বাধ্য হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা মাসের পর মাস পিছিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন অনুষদের পরীক্ষা হয়ে গেলেও কয়েকটি অনুষদের শেষ বর্ষের পরীক্ষা ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী রয়েছেন যারা কঠিন রোগে আক্রান্ত। তাদের দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসার প্রয়োজন। পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হলে তারা পরীক্ষা দিয়ে চিকিৎসা করাতে পারবেন। কিন্তু কেবল চাকসু নির্বাচনের জন্যেই পরীক্ষা বার বার পেছনো হচ্ছে। ফলে এই অসুস্থ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা বিভাগ এবং সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুষদের পরীক্ষা আর না পেছানো হয় তার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মোখলেসুর রহমান
উত্তর নালাপাড়া চট্টগ্রাম।
আজিজুল হক (অভিভাবক)
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।